

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দণ্ড
কুষ্টিয়া প ও র সার্কেল
বাপাউবো, কুষ্টিয়া।

ফোন (অফিস) : ৮৮০-৭১-৬১৯০৮
ফোন (বাসা) : ৮৮০-৭১-৭৩৭৫৫
ফ্যাক্স : ৮৮০-৭১-৭৩৭৪৫
ই-মেইল : se.kushtia@gmail.com



স্মারক নম্বরঃ ৩এম-১/৩৩২

তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৩ খ্রি।

বরাবর
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ডিজাইন সার্কেল- ৫
বাপাউবো, ঢাকা।

বিষয়ঃ কুষ্টিয়া পওর বিভাগাধীন কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি নামক স্থানে পদ্মা নদীর ডান তীরের কি.মি. ৭.৯৭০ হতে কি.মি. ৯.৫০০ পর্যন্ত = ১.৫৩০ কি.মি. অংশের Precautionary কাজের ডিজাইন প্রদান প্রসংগে।

সূত্রঃ কুষ্টিয়া পওর বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া'র দণ্ডের স্মারক নম্বর-এস-৮০/৭০১, তারিখ-০৭.০৯.২০২৩২ খ্রি।

উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, কুষ্টিয়া পওর বিভাগাধীন প্রস্তাবিত “পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলাধীন তালবাড়িয়া এবং কুমারখালী উপজেলাধীন শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি এলাকা রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ৩০/০৮/২৩ খ্রি তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি কমিটির সভায় কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি নামক স্থানে পদ্মা নদীর ডান তীরের কি.মি. ৭.৯৭০ হতে কি.মি. ৯.৫০০ পর্যন্ত = ১.৫৩০ কি.মি. অংশে Precautionary কাজ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (কপি সংযুক্ত)। এমতাবস্থায়, পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত কাজের অনুমোদিত Precautionary ডিজাইন প্রদানের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিজাইন ডাটা ০২(দুই) প্রথে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে বর্ণিত অংশের স্থায়ী নদী তীর সংরক্ষণ কাজের অনুমোদিত ডিজাইন পাওয়া গিয়াছে; যার DWG No-DC-5-5538, Date-25/10/22।

সংযুক্তঃ ১। ডিজাইন ডাটা-২ প্রথে।
২। পিইসি সিভার কার্যবিবরণী।

১৩/০৯/২০২৩
(মোঃ আব্দুল হামিদ)
পরিচিতি নম্বর-৭৩১২০১০০১
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

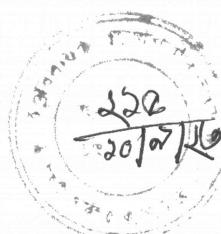
স্মারক নম্বরঃ ৩এম-১/৩৩২/১(৮)

তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৩ খ্রি।

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ
১। প্রধান প্রকৌশলী, পটিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর।
২। প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, বাপাউবো, ঢাকা।
৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া পওর বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া। সূত্রস্থ স্মারক মোতাবেক এই ব্যবস্থা গৃহীত হলো।
৪। দণ্ডের কপি।

১৩/০৯/২০২৩
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
কুষ্টিয়া পওর সার্কেল
বাপাউবো, কুষ্টিয়া।

তারিখঃ ১৩/০৯/২০২৩
কুষ্টিয়া পওর সার্কেল
বাপাউবো, কুষ্টিয়া।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
সেচ অনুবিভাগ

প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী

প্রকল্পের নাম	: পদ্মা নদীর ভাণ্ডান হতে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলাধীন তালবাড়িয়া এবং কুমারখালী উপজেলাধীন শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি এলাকা রক্ষা
সভাপতি	: একেএম ফজলুল হক সদস্য (সচিব) কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন
তারিখ ও সময়	: ৩০ আগস্ট ২০২৩, বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থান	: সদস্য-এর সম্মেলন কক্ষ (ভবন-০২, কক্ষ-০৫)
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট ‘ক’

২.০ উপস্থাপনা

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির আহবানে অত্র বিভাগের প্রধান প্রকল্পটির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, ১৮১৬.৪২ কোটি টাকা প্রাক্তিলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। অতঃপর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বাপাউবো) নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ রাশিদুর রহমান পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পটির বিষ্ণোরিত বিবরণ তুলে ধরেন।

৩.০ আলোচনা

৩.১ প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতার বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ রাশিদুর রহমান জানান, কুষ্টিয়া জেলায় প্রতি বছর পদ্মা নদীর ডানঙ্গীর ভাণ্ডান কবলিত হয়। এ ছাড়া পাবনা জেলার সৈক্ষেরদী উপজেলার রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে নদী ভাণ্ডানের হাত হতে রক্ষাকল্পে পদ্মা নদীর বামতীরে নদীর ভিতরের দিকে প্রায় ৫০০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যে গ্রোয়েন নির্মাণ এবং পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভাট্টির দিকে অবস্থিত ইঞ্চামতি চ্যানেলের নদীর বেড লেভেল (+) ৭.৫০০ মিটার (পিডালিউ) আরএল এ উন্নীত করায় এবং নদীর ডানঙ্গীরের নিকটবর্তী স্থান হতে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করার ফলে নদীর স্নোতের দিক পরিবর্তন হয়ে নদীর ডানঙ্গীর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে শুক্র মৌসুমে পদ্মা নদীর ডানঙ্গীরে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলাধীন তালবাড়িয়া

ইউনিয়নের প্রায় ৯,০০০ কিঃমিৎ এলাকা জুড়ে ব্যাপক ভাঙান কবলিত হয়। কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়ক এবং জাতীয় বৈদ্যুতিক গ্রীড় লাইন নদী ভাঙানের হমকির মধ্যে রয়েছে।

৩.২ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব দীপার্থিতা সাহা জানান যে, কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাধীন শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি এলাকায় পদ্মা নদীর ডানঙ্গীর ভাঙান কবলিত। কোমরকান্দি এলাকার উজানে ২.৭২০ কিঃমিৎ এবং ভাট্টিতে ১,০০০ কিঃমিৎ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়িত হওয়ায় এর মধ্যবর্তী অংশে ১,৫৩০ কিঃমিৎ এলাকায় বর্তমানে পদ্মা নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন জনিত কারনে ভাঙান কবলিত হয়ে পড়েছে। নদী ভাঙানের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতোমধ্যে বাঢ়ি-ঘরসহ মূল্যবান ফসলি জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে। তাছাড়া উক্ত এলাকা হতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি স্বল্প দূরতে অবস্থিত হওয়ায় তা হমকীর সম্মুখীন। বর্তমানে জরুরী আগদকালীন কাজ বাস্তবায়ন করে সাময়িক ভাঙান রক্ষা করা হয়েছে। পদ্মার আগ্রাসী ভাঙান অব্যাহত থাকলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়িসহ সরকারী গুরুতপূর্ণ স্থাপনা নদীর গর্ভে বিলীন হওয়ার আশংকা রয়েছে।

৩.৩ সভায় পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্মপ্রধান (সেচ) জনাব মহাঃ এনামুল হক বলেন, প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার ২টি স্থানে ১০.৫৩ কিলোমিটার স্থায়ী নদী তীর সংরক্ষণ কাজ প্রস্তাব করা হয়েছে। ডিজাইনে ভেরিয়েশন এনে প্রকল্প ব্যয় হাস করার সুযোগ রয়েছে কিনা এ বিষয়ে তিনি জানতে চাইলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিজাইন সার্কেল এর প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান জানান যে, তালবাড়িয়া নামক স্থানে ৯,০০ কিলোমিটার অংশ অত্যধিক ভাঙান প্রবণ এবং আলোচ্য অংশে কুষ্টিয়া-পাবনা/রাজশাহী ও কুষ্টিয়া-ঢাকা মহাসড়ক ভাঙান কবলিত স্থান থেকে প্রায় ১০০-৩৫০ মিটার এর মধ্যে অবস্থিত এবং জিকে সেচ প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বৈধ ও জাতীয় গ্রীড় লাইন আরও নিকটবর্তী অবস্থানে থাকায় এ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ কাজে ডাস্পিং ভলিউমে ভেরিয়েশন আনা সমীচীন হবে না। তবে, ইলেক্ট্রিক strength 12.00 MPa থেকে হাস করে 10.50 MPa করা যেতে পারে। এছাড়া, ভাট্টির ১,৫৩ কিলোমিটার (শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি) অংশে ডাস্পিং ভলিউম ও strength ভেরিয়েশন করে ব্যয় হাস করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিক strength এবং জিওব্যাগের ডাস্পিং ভলিউম নিয়ন্ত্রূপ ভেরিয়েশন আনা যেতে পারে:

ভলিউম	অপশন-১ (ডিপিপি অনুযায়ী)				অপশন-২				অপশন-৩			
	৯.০ কিঃমিৎ	মোট ব্যয়	১.৫৩ কিঃমিৎ	মোট ব্যয়	৯.০ কিঃমিৎ	মোট ব্যয়	১.৫৩ কিঃমিৎ	মোট ব্যয়	৯.০ কিঃমিৎ	মোট ব্যয়	১.৫৩ কিঃমিৎ	মোট ব্যয়
রক (cum)	৫৯		৪৯		৫৯		৪৯		৫৯		১৯.২৫	
জিও ব্যাগ (cum)	৫৮	১৩৫২.৭৯	৪৮	২০৪৮.৬৮	৫৮	১৩৪৫.২৬	৪৮	২০১.১২	৫৮	১৩৪৫.২৬	৩২	১১৯.০৩
রক স্ট্রেন্থ (N/mm ²)	১২		১২		১০.৫		১০.৫		১০.৫		১০.৫	
সর্বমোট ব্যয় (কোটি টাকায়)	১৫৫৭.৮৭				১৫৪৬.৩৮				১৪৬৪.২৯			

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি আরও জানান যে, তালবাড়িয়া নামক স্থানে ৯,০০ কিলোমিটার অংশে মোট ডাস্পিং ভলিউম (117cum/m) অপরিবর্তিত রেখে কেবলমাত্র ইলেক্ট্রিক strength



12.00 N/mm² এর পরিবর্তে 10.50 N/mm² এ হাস করা হলে মাত্র ৭.৫৩ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। তবে, ভাটির ১.৫৩ কিলোমিটার (শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি) অংশে কেবলমাত্র ঝক এর strength 12.00 N/mm² এর পরিবর্তে 10.50 N/mm² এ হাস করা হলে মাত্র ৩.৫৬ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এছাড়া, ভাটির ১.৫৩ কিলোমিটার (শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি) অংশে মোট ডাম্পিং ভলিউম ৯৭cum হতে হাস করে ৫১.২৫ cum করে সতর্কতামূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হলে প্রাকলিত ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে হাস পাবে (অপশন-৩)। অপশন-৩ অনুযায়ী ঝকের ডাম্পিং ভলিউম ১৯.২৫cum, জিওব্যাগ ডাম্পিং ভলিউম ৩২cum করে মোট ভলিউম ৫১.২৫cum করা হলে শিলাইদহ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ বাবদ ব্যয় হবে ১১৯.০৩ কোটি টাকা এবং তালবাড়িয়া ৯.০০ কিলোমিটার অংশে ১৩৪৫.২৬ কোটি টাকাসহ নদী তীর সংরক্ষণ বাবদ সর্বমোট ব্যয় হবে ১৪৬৪.২৯ কোটি টাকা।

তিনি আরও বলেন শিলাইদহ অংশে (১.৫৩ কিলোমিটার) স্থানে চর থাকায় ডাম্পিংকৃত জিও ব্যাগের উপর পর্যাপ্ত সিসি ঝক দ্বারা আবৃত করা সম্ভব হবে না বিধায় জিও ব্যাগের স্থায়িত্ব/কার্যকারিতা নষ্ট হবে। ফলে ভবিষ্যতে কাজটি শক্তিশালীকরণের প্রয়োজন হলে ঐ জিও ব্যাগগুলো কোন কাজে আসবে না বিধায় অতিরিক্ত সিসি ঝক দিয়ে ডাম্পিংকৃত সকল জিওব্যাগ আবৃত করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে অপশন-৩ সবচেয়ে কার্যকরী হবে।

৩.৪ সভায় জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান, প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ বলেন, ডিপিপিতে ৩.৭২ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসনের জন্য ২৫১.৩৯ কোটি টাকা সংস্থান রাখা হয়েছে। পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম কত সালে বাস্তবায়িত হয়েছে জানতে চাওয়া হলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি জানান যে, পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তাবিত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ২০১৮ সালে সমাপ্ত হয়েছে। নতুন তীর সংরক্ষণ কাজ করা হলে পরবর্তীতে প্রস্তাবিত পুনর্বাসন কাজের ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। সভায় আলোচনা হয় যে, ২০১৮ সালে বাস্তবায়িত কাজ শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে, প্রকল্প চলাকালীন সময়ে যদি কাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তদপ্রেক্ষিতে উক্ত কাজ শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৩.৫ সভায় উপপ্রধান (সেচ) জনাব মোঃ সামছুল ইসলাম বলেন, প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিজাইন ভলিউম, মেটেরিয়ালের বিস্তারিত বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন Criteria এবং মিটার প্রতি ব্যয় এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের তুলনামূলক পার্থক্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ডিপিপিতে সংযোজন করা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনাতে, প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিজাইন ভলিউম, মেটেরিয়ালের বিস্তারিত বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন Criteria এবং মিটার প্রতি ব্যয়ের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের তুলনামূলক পার্থক্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ডিপিপিতে সংযোজন করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। এছাড়া, প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত নির্ধারণ করার বিষয়ে সভায় সকলে ঐকমত্য হয়।

৩.৬ সভায় অর্থ বিভাগের উপসচিব জনাব মিলিয়া শারমিন বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্প ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ বাবদ ৬৫.০০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। অথচ, অর্থ বিভাগের গত ০৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে উক্ত প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রগালিয় কমিটির সভায় ২টি পরিবহন সেবার সুপারিশ করা হয়। ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়ের পরিবর্তে অর্থ বিভাগের সুপারিশ অনুযায়ী ২টি পরিবহন সেবা রাখা

প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনাতে, ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়ের পরিবর্তে অর্থ বিভাগের সুপারিশ অনুযায়ী ২টি পরিবহন সেবার সংস্থান রাখার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৩.৭ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মহাপরিচালক, জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম সভায় উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্প হতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও অধিকাল ভাতা বাদ দেয়া প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনাতে, প্রকল্প হতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও অধিকাল ভাতা বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় সকলে একমত প্রকাশ করেন।

৩.৮ সভায় ওয়ারপোর পরিচালক (পরিকল্পনা), জনাব বদরুল হাসান লিটন উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় শুধুমাত্র ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং করা হয়েছে। তবে, ফিজিক্যাল ও ইমপেরিক্যাল মডেলিং করা হয়নি। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি জানান যে, ফিজিক্যাল ও ইমপেরিক্যাল মডেলিং অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ কাজ। এছাড়া এ কাজের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা না থাকায় ফিজিক্যাল ও ইমপেরিক্যাল মডেলিং করা হয়নি।

৩.৯ সভায় কার্যক্রম বিভাগের উপপ্রধান, জনাব জেসমুন নাহার বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের নেতৃত্বে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কার্যক্রম বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে Environmental Impact Assessment (EIA) করে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি জানান যে, পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। সভায় DIA এর বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন প্রস্তাবিত ডিপিপিতে DIA এর বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়নি। বিস্তারিত আলোচনাতে, প্রকল্পের কাজ শুরু করার পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া, পরিকল্পনা বিভাগের জুন ২০২২ এ প্রকাশিত “সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন” সংক্রান্ত নির্দেশিকার ১.১.১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকল্পের ডিজাস্টার এন্ড ইলাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন প্লাটফরম (ডিআরআইপি) ব্যবহার করে ডিজাস্টার ইমপ্যাস্ট এসেসমেন্ট (DIA) বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে ডিপিপিতে উল্লেখ করার বিষয়ে সভায় একমত প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, পরিকল্পনা কমিশনের নেতৃত্বে কার্যক্রম বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি গঠন করার বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষণ করা হয়।

৩.১০ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রস্তাবিত ডিপিপিতে ক্রয় পরিকল্পনায় ৪০টি প্যাকেজে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যা অত্যধিক বিধায় প্যাকেজ সংখ্যা হাস করা প্রয়োজন। ক্রয় পরিকল্পনায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ৬০% মন্ত্রণালয় এবং ৪০% বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্যাকেজ সংখ্যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনাতে, ক্রয় পরিকল্পনায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজে প্যাকেজের সংখ্যা ২৫টির মধ্যে সীমিত রেখে সে অনুযায়ী ডিজাইন ডিপিপিতে সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং কোন ডিজাইন হতে কোন প্যাকেজে প্রস্তুত করা হয়েছে তা স্পষ্ট করে ডিপিপি পুনর্গঠন করা যেতে পারে। এছাড়া, মোট প্যাকেজের ৬০% মন্ত্রণালয় এবং ৪০% বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্যাকেজ সংখ্যা নির্ধারণ করে কাজ বাস্তবায়ন করা বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করেন।

৪.০ সিদ্ধান্ত

বিশ্বারিত আলোচনা শেষে “পদ্মা নদীর ভাণ্ডান হতে কুটিয়া জেলার মিরসুর উপজেলাধীন তালবাড়িয়া এবং কুমারখালী উপজেলাধীন শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি এলাকা রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পটি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপাদন সাপেক্ষে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়ঃ

- ৪.১ আলোচনা অংশের অনুচ্ছেদ ৩.৩ অনুযায়ী অপশন-৩ মোতাবেক নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ডিজাইন ও ব্যয় পুনঃনির্ধারণ করে প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৪৭২.০০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে;
- ৪.২ প্রস্তাবিত ৩.৭২ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণের পুনর্বাসন কাজ প্রকল্প হতে বাদ দিতে হবে। তবে, প্রকল্প চলাকালীন সময়ে যদি কাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তদপেক্ষিতে উক্ত কাজটি শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রয়োজন করতে হবে;
- ৪.৩ প্রকল্প হতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও অধিকাল ভাতা বাদ দিতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনের নেতৃত্বে কার্যক্রম বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি গঠন করতে হবে;
- ৪.৪ ক্রয় পরিকল্পনায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ৬০% মন্ত্রণালয় এবং ৪০% বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্যাকেজ সংখ্যা নির্ধারণ করে মোট প্যাকেজ সংখ্যা হাস করতে হবে;
- ৪.৫ প্রকল্পের কাজ শুরু করার পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়গত্র গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, পরিকল্পনা বিভাগের জুন ২০২২ এ প্রকাশিত “সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন” সংক্রান্ত নির্দেশিকার ১.১.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকল্পের ডিজাইন এন্ড ইনফরমেশন প্লাটফরম (ডিআরআইপি) ব্যবহার করে ডিজাইন ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (DIA) বিশ্বারিতভাবে বিশ্লেষণ করে ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে;
- ৪.৬ ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়ের পরিবর্তে অর্থ বিভাগের সুপারিশ অনুযায়ী ২টি পরিবহন সেবার সংস্থান রাখতে হবে; এবং
- ৪.৭ প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত নির্ধারণ করতে হবে।
- ৫.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


একেওম ফজলুল হক
সদস্য (সচিব)
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন
৭/৯/২০২৩